আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে

গাঁজাসহ গ্রেফতার-১

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদক বিরোধী অভিযানে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার একজন। ২য় আসামী মোঃ খালেক মন্ডল (৫০) পালাতক।

গত সোমবার রাত ১০ ঘটিকায় মাদকদব্য উদ্ধার অভিযানে আলমডাঙ্গা
থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান এর নেতৃত্বে
এসআই(নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস, ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্প, সংগীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় গ্রেফতারী পরোয়ানা তামিল ও মাদকদব্য উদ্ধার অভিযান পালন করে । গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন ১৫ নং আইলহাঁস ইউনিয়নের সনাতন গ্রামের জনৈক মোঃ খালেক এর বাড়ীর উঠান হতে ধৃত আসামী কাথলীর গ্রামের মোঃ শহিদুল তালুকদারের ছেলে মোঃ জনি তালুকদার(২৪) কে ২০০ গ্রাম মাদকদ্রব্য গাঁজাসহ উদ্ধারকৃত আলামত জব্দ তালিকা মূলে জব্দ করা হয় । ২য় আসামী আলমডাঙ্গা উপজেলা সনাতন গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে মোঃ খালেক মন্ডল (৫০) ঘটনার সময় দৌড়ে পালিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামীদ্বয়ে বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মামলা হয়েছে। আসামী কে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতে প্রেরন করা হয়েছে।

গাংনীর বিএনপি নেতা ডাকুর

গ্রেফতার নিয়ে আলোচনা-

সমালোচনা

গাংনী পৌর বিএনপি’র সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক ও বর্তমান ৪ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতার ষড়যন্ত্র অভিহিত করে বিএনপি’র নেতাকর্মীদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

বিএনপি’র এই জনপ্রিয় নেতাকে গ্রেফতার ও অস্ত্র উদ্ধারকে সাজানো ও ষড়যন্ত্র উল্লেখ করে ওই দিন থেকেই প্রতিবাদ সভা, সাংবাদিক সম্মেলন করেছে বিএনপি’র স্থানীয় নেতাকর্মীরা। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত দাবী করে নানাভাবে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে।

তারা দাবী করেন, আওয়ামীলীগের স্থানীয় নেতাকর্মীর ইন্ধনে গোলাম মোস্তফা ডাকুকে বিগত ১৭ বছর ফ্যাসিস্ট সরকারের পুলিশসহ আইনশৃংখলাবাহিনীর সদস্যরা তাঁকে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি, গ্রেফতার ও নির্যাতন করেছে। তাকে পরিকল্পিতভাবে সাজানো মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানী করা হয়েছে। তাঁকে একাধিকবার গ্রেফতার করে কারাবরণ করিয়েছে। শুধু মামলা নয়, তার বাড়ি ঘরে হামলা করে উচ্ছেদ করেছে তারা।

গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাংবাদিক সম্মেলন করে এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি অবিলম্বে গোলাম মোস্তফাকে মিথ্যা সাজানো মামলা থেকে নি:শর্ত মুক্তি দাবী করেন এবং সকল মিথ্যা ও সাজানো মামলা প্রত্যাহারের দাবী জানান। এছাড়া মিথ্যা মামলাটি তদন্তের দাবী জানান তারা।

উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর ভোররাতে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগজিনসহ গোলাম মোস্তফা ডাকুকে আটক করে যৌথবাহিনী। গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের চৌগাছার (ভিটাপাড়া) মৃত আজিজুল হকের ছেলে।

প্রসঙ্গত, গোলাম মোস্তফা ডাকু কে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার মিথ্যা ও সাজানো মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল আইনশৃংখলাবাহিনী।

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর

অভিযানে ট্যাপেন্টাডলসহ যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ১১২ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট, মাদক বিক্রির নগদ ৪ হাজার ৯৪ টাকা এবং একটি মোবাইল ফোনসহ এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল রোববার রাত সাড়ে ১১টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরসভার রাধিকাগঞ্জ পশুহাটের টোল আদায় ঘরের প্রধান ফটকের সামনে থেকে তাকে আটক করা হয়।

থানা সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হারদী অস্থায়ী ক্যাম্পের সদস্যরা যৌথ অভিযান চালান। এসময় কুমারী ইউনিয়নের দুর্লভপুর গ্রামের আব্দুল মালেকের ছেলে তৌফিক (২০) কে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা হয়। তার কাছ থেকে মাদকদ্রব্য ট্যাবলেট ছাড়াও নগদ অর্থ ও মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান বলেন, “মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আটক আসামির বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।”

মাদকবিরোধী এই যৌথ অভিযানে স্থানীয় জনগণের মধ্যে স্বস্তি নেমে এসেছে বলে জানান থানা পুলিশ।

আলমডাঙ্গায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদকদ্রব্যসহ দম্পতি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]-[illegible]

[illegible] 1xBet [illegible]

ও সিম উদ্ধার করা হয়। তাদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত ফোনে অনলাইন জুয়া খেলা সংশ্লিষ্ট এপ্লিকেশন- 1xBet, Reddy, MelBet, MobCash, Teligram, Binance, bKash, SellFin, Nagad, Rocket লগইন অবস্থায় ছিল।

চুয়াডাঙ্গা জেলার সম্মানিত পুলিশ সুপার জনাব খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা এঁর দিকনির্দেশনায় সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল (CCIC) এর ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক সামসুদ্দোহার নেতৃত্বে উপ-পুলিশ পরিদর্শক সৌমিত্র সাহা, মুহিদ হাসান, সহকারি উপ-পুলিশ পরিদর্শক রজিবুল, রমেন, আরিফ সঙ্গীয় ফোর্সসহ গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দামুড়হুদা থানাধীন জয়রামপুর দাসপাড়ায় অভিযান চালিয়ে অনলাইন জুয়ার মাস্টার এজেন্ট আসামী শুভংকর কুমার দাস ও মোঃ হাফিজুল ইসলাম হ্যাপি কে গ্রেফতার করেন।

এসময় তাদের হেফাজত থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ব্রান্ডের স্মার্ট ফোন পর্যালোচনা করে দেখা যায় আসামী শুভংকর অনলাইন জুয়াসাইট 1xBet এর মাস্টার এজেন্ট। সে দামুড়হুদা থানাসহ আশপাশ এলাকার উঠতি বয়সী যুবকদের টার্গেট করে তাদের ফোনে জুয়ার বিভিন্ন ধরণের অ্যাপস্ ইন্সটল করে জুয়ার সাইটে রেজিষ্ট্রেশন করে দিয়ে অনলাইন জুয়া খেলায় প্রলুব্দ করতঃ কিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে টাকা ডিপোজিট, উইথড্রো করে জুয়া পরিচালনা করছে। যুবসমাজ অনলাইন জুয়া খেলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ছে এবং ঋণ নিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার জনাব খন্দকার গোলাম মওলা বিপিএম-সেবা মহোদয় বলেন, বাংলাদেশে প্রচলিত 1xBet, MelBet সহ যতগুলো বেটিং সাইট রয়েছে তার বেশিরভাগই রাশিয়া থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট নম্বরে টাকা পাঠালে ব্যালেন্স যোগ হয়ে যায় এবং দেশের টাকা বাইরে চলে যায়। ব্যালেন্স যুক্ত হওয়ার পরে সাইটগুলোতে বিভিন্ন ধরনের জুয়া খেলার যে অপশন রয়েছে সেগুলো থেকে যেকোনো একটি পছন্দ অনুযায়ী অ্যাকাউন্ট হোল্ডার খেলতে পারে। বিভিন্ন দেশে স্থানীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য এজেন্ট নিয়োগ করা হয়।

জুয়ার এজেন্টরা অনলাইন জুয়া সংশ্লিষ্ট অ্যাপস পরিচালনা করতে পারে টেকনিক্যালি দক্ষ এমন লোক নিয়োগ দেয়। সরকার অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে সাজাসহ মোটা অংকের আর্থিক জরিমানার বিধান রেখে

সাইবার সুরক্ষা আইনটি অনুমোদন করেছেন। পরিশেষে, তিনি অনলাইন জুয়াসহ সকল অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সকলের সহযোগিতা ও অনলাইন জুয়ায় আকৃষ্ট যুবকদের ধ্বংসের দিক থেকে ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাপন করার অনুরোধ জানান।

গ্রেফতারকৃত আসামীদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় সাইবার সুরক্ষা আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার প্রতিটি থানা এলাকায় অনলাইন জুয়া প্রতিরোধে জেলা পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে সাজা প্রাপ্ত আসামীসহ গ্রেফতার ২

মেহেরপুরের গাংনীতে পুলিশের ২৪ ঘণ্টার বিশেষ অভিযানে ২ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত গাংনী থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা তাদের গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার মাইলমারী গ্রামের মৃতঃ শহিদুল ইসলামের ছেলে মোঃ শাহরিয়ার রেজা প্রিন্স(২৮), আলিনগর গ্রামের সুলতানের ছেলে মোঃ আবুল কালাম আজাদ(৩৮)।

গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে এ ধরনের বিশেষ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

মুজিবনগরে চুরি হওয়া ট্রাক্টরের ব্যাটারি কুষ্টিয়ায় উদ্ধার, গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের মুজিবনগরে পুরন্দরপুর গ্রামে মেসার্স ডালিম ব্রিক্স ইটভাটায় চুরি হওয়া ২টি ট্রাক্টরের ব্যাটারি কুষ্টিয়ায় অভিযান চালিয়ে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ সময় মামলার এজাহারনামীয় এক আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

চুরির ঘটনাটি ঘটে ১৩ আগস্ট রাত ৮টা থেকে ১৪ আগস্ট ভোর ৫টার মধ্যে। এ সময় ইটভাটায় থাকা ২টি ট্রাক্টরের ব্যাটারি চুরি হয়।

এসআই স্বনজীব বিশ্বাসের দিকনির্দেশনা ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আজ মঙ্গলবার রাতে সংগীয় ফোর্সসহ কুষ্টিয়া জেলায় অভিযান চালিয়ে এজাহারনামীয় আসামি পুরন্দরপুর গ্রামের মো. কামাল হোসেনের ছেলে মো. লাল্টু মিয়া ওরফে লালকে (৩০) গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ইয়াবাসহ এক যুবক গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় পনেরো পিস ইয়াবাসহ এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

থানা সূত্রে জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান, পিপিএম এর নেতৃত্বে এসআই (নিঃ) পবিত্র মন্ডল, বড়গাংনী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র, আলমাডাঙ্গা থানা ও সংগীয় ফোর্সসহ থানা এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযানে বের হন।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত শনিবার রাত ১০টা ১৫ মিনিটে নান্দবার

মাঠপাড়া গ্রামের জনৈক মৃগেল সাহার ফাঁকা জমির সামনে ইটের সলিং রাস্তা থেকে মোঃ ফজলুল হকের ছেলে মোঃ নাজমুল হক (৩৯) কে পনেরো পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

উদ্ধারকৃত ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ তালিকামূলে জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় গতকাল সোমবার আলমডাঙ্গা থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

গাংনীতে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে যৌথবাহিনীর হাতে বিদেশি পিস্তল ও গুলিসহ একজন আটক হয়েছে।

আটককৃত গোলাম মোস্তফা ডাকু গাংনী পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের (ভিটাপাড়া এলাকার) মৃত আজিজুল হকের ছেলে। এ সময় তার কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি ও দুটি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়।

গতকাল রবিবার ভোর সাড়ে চারটার সময় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২, সিপিসি-৩, মেহেরপুর কোম্পানির একটি অভিযানিক দল গাংনী সেনাবাহিনীর সহায়তায় তার নিজ বাড়িতে যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে।

গতকাল রবিবার সকাল ৯টার সময় র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ কোম্পানি কমান্ডারের কার্যালয়, ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-১২ ক্রাইম প্রিভেনশন কোম্পানি-৩ এর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট ওয়াহিদুজ্জামান জানান, আসামির বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় অস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ও মাদক মামলাসহ একাধিক মামলা রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনে গাংনী থানায়

একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পাঁচ জন ডাকাত গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে অস্ত্র ও সরঞ্জামসহ পাঁচজন কে গ্রেফতার করেছে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। পুলিশের অভিযানে ফাঁদে ধরা পড়ে সংঘবদ্ধ ডাকাত চক্র।

এ সময় দেশীয় অস্ত্র, লোহার রড, দড়ি ও ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানায় গতকাল বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে ৩টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠ এলাকার চুয়াডাঙ্গা–আলমডাঙ্গা সড়কের পাশে কাঠালবাগানে ডাকাতদল সমবেত হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সেখানে বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়, তবে আরও কয়েকজন সহযোগী দৌড়ে পালিয়ে যায়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন—সাহেবনগর ক্যানালপাড়া গ্রামের পলান প্রামানিকের ছেলে ছমির উদ্দিন (৪০), ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত রুস্তম আলীর ছেলে ছহির উদ্দিন ওরফে সৈরুদ্দিন (৪৫), মোহাম্মদপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত ফরমান আলীর ছেলে মুজিবর রহমান (৩৩), ঝুটিয়াডাঙ্গা গ্রামের মৃত আব্দাল হকের ছেলে নাজমুল ইসলাম (৩৫) এবং কচুবাড়ীয়া (আমলা) গ্রামের মৃত ওমর আলীর ছেলে আরিফ হোসেন (৩৮)।

অভিযানে একটি চাপাতি, একটি দাও, দুটি লোহার রড, একটি সাবল, একটি ছোরা, এক গোছা লাইলনের দড়ি, একটি ব্যাটারি চালিত পুরাতন পাখি ভ্যান (মূল্য আনুমানিক ৪৫ হাজার টাকা) ও চারটি সিম্ফনি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাসুদুর রহমান পিপিএম বলেন, “আমরা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা নষ্টকারী ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে রয়েছি। কেউ যদি ডাকাতির প্রস্তুতি নেয় বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে। জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে।”